

সফটওয়্যারের কারুকাজ

ম্যাক শর্টকাট

সাধারণ ম্যাক ব্যবহারকারীর জন্য কিছু ম্যাক শর্টকাট, যা আপনার জানা থাকা দরকার। এখানে উল্লিখিত টিপগুলো ফাইন্ডার, আইটিউন, সাফারি এবং স্পটলাইট প্রভৃতি অ্যাপে কাজ করবে না।

বন্ধ করার জন্য Command-Q

যদি আপনি সুদীর্ঘ সময় উইন্ডোজের সাথে থাকার পর ম্যাক ব্যবহার করতে শুরু করেন, তাহলে হেঁচট খেতে পারেন যখন দেখবেন উইন্ডো বন্ধ করার জন্য উপরে বাম প্রান্তে লাল X-এ ক্লিক করার পর সেগুলো এখনও রানিং অবস্থায় আছে উইন্ডো বন্ধ করার পরও। ম্যাকে X বাটন উইন্ডো বন্ধ করে, কিন্তু অ্যাপ বন্ধ করে না। অ্যাপ বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করুন কিবোর্ড শর্টকাট Command-Q।

ফরোয়ার্ড ডিলিট করার জন্য

Function-Delete

ম্যাকে ব্যাকস্পেস কী নেই, যা উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের জন্য আরেকটি পার্থক্য। উইন্ডোজ কিবোর্ডে রয়েছে একটি ব্যাকস্পেস কী এবং একটি ডিলিট কী। ম্যাক কিবোর্ডে শুধু ডিলিট কী পাবেন। যাই হোক, ম্যাকের ডিলিট কী উইন্ডোজের ব্যাকস্পেস কীর মতো কাজ করে। অর্থাৎ এটি ডিলিট করে কার্সরের বাম দিকের ক্যারেক্টার। পক্ষান্তরে উইন্ডোজ কিবোর্ডের ডিলিট কী ঠিক এর বিপরীত কাজটি করে থাকে কার্সরের ডান দিকের ক্যারেক্টার ডিলিট করে। ম্যাকে এ কৌশল কার্যকর করার জন্য Function-Delete চাপুন।

ফোর্সড কুইটের জন্য

Command-Option-Esc

যদি কোনো অ্যাপ রেসপন্ড না করে তাহলে Control-Alt-Delete চাপুন Force Quit Applications উইন্ডো আনার জন্য। এবার সমস্যা সৃষ্টিকারী অ্যাপ সিলেক্ট করুন এবং Force Quit বাটনে ক্লিক করুন সমস্যা দূর করার জন্য।

মিনিমাইজ করার জন্য Command-M

একটি উইন্ডোর উপরে বাম প্রান্তে ছোট হলুদ বর্ণের ড্যাশ ক্লিক করুন উইন্ডোকে মিনিমাইজ করার জন্য। তবে ম্যাকের অ্যাকটিভ উইন্ডোকে মিনিমাইজ করার জন্য Command-M চাপুন। যদি একই অ্যাপে মাল্টিপল উইন্ডো ওপেন থাকে, তাহলে Command-Option-M চাপুন সবগুলো ওপেন উইন্ডো মিনিমাইজ করার জন্য।

আসলাম
পল্লী, ঢাকা

শক্তিশালী ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ সার্চ

কর্টনা স্বাভাবিক ল্যাঙ্গুয়েজে মোটামুটিভাবে প্রায় সব কমান্ড ইস্যু হ্যান্ডেল করতে পারে, যেমন- মিউজিক প্লে করা, রিমাইন্ডার ক্রিয়েট করা, আবহাওয়া বার্তা প্রদর্শন করা অথবা র্যান্ডম ফ্যাক্ট মনে করিয়ে দেয়া। তবে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার হলো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে বেসিক সার্চে চক্রাকারে

আবর্তিত হওয়ার সক্ষমতা। আপনি কর্তনায় প্রদান করতে পারেন বেসিক কমান্ড, যেমন- Find pictures from June বা Find documents with Windows 10। এর ফলে কর্তনা অ্যাপ্লাই করবে যথাযথ ফিল্টার এবং ফলাফলের জন্য আপনার লোকাল ফাইল ও ওয়ানড্রাইভ স্টোরেজ দ্রুতবেগে পরিক্রমণ করবে।

এবার উইন্ডোজ লক স্ক্রিনেও কর্তনা এনাবল করতে পারবেন, যেখানে ব্যবহার করতে পারবেন ভয়েজ কমান্ড, যাতে তাৎক্ষণিকভাবে আপনার শিডিউল এডিট এবং ভিউ করতে পারবেন। এ কাজটি খুব সহজেই করা যায়। কর্তনায় এ ফিচার সক্রিয় করার জন্য কর্তনা ওপেন করুন এবং Cog icon → Settings → Use Cortana even when my device is locked মনোনীশন করুন।

স্টার্ট মেনু কাস্টোমাইজ করা

গতানুগতিক ইন্টারফেসের সাথে উইন্ডোজ ১০-এর লাইভ টাইলসকে ব্রেন্ড করা যায়। লক্ষণীয়, যেকোনো টাইলে ডান ক্লিক করে টাইলের ডাইমেনশন পরিবর্তন করার জন্য Resize সিলেক্ট করুন। এটি দেখতে ঠিক উইন্ডোজ ৮ স্টার্ট স্ক্রিনের মতো।

বিকল্পভাবে আপনি যদি লাইভ টাইল এবং মেট্রো ইন্টারফেস খুব অপছন্দ করেন, তাহলে স্টার্ট মেনুর প্রতিটি ডিফল্ট ডান ক্লিক করে Uninstall সিলেক্ট করুন সিস্টেম থেকে মুছে ফেলার জন্য অথবা সেগুলো হাইড করার পরিবর্তে সমূলে উৎপাতন করার জন্য Unpin from Start সিলেক্ট করুন। আপনার ডেস্কটপ সফটওয়্যারের সাথে সেগুলো রিপোপুলেট করুন অনেকটা উইন্ডোজ ৭ স্টার্ট মেনুর মতো।

গোপন ও শক্তিশালী নতুন কমান্ড প্রম্পট টুল

উইন্ডোজ ১০-এ সম্পৃক্ত করা হয়েছে নতুন কমান্ড লাইন ফিচার। এটি কমান্ড প্রম্পটের ভেতরে Crtl + C এবং Crtl + V ব্যবহার করে কপি এবং পেস্ট করতে সক্ষম।

একে অ্যাকটিভেট করার জন্য কমান্ড প্রম্পট ওপেন করুন। এর টাইটেল বারে ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করুন। আপনি Options tab-এ Edit Options সেকশনের অন্তর্গত নতুন ফিচার খোঁজ করে এনাবল করতে পারবেন।

শফিকুল গণি
শেখঘাট, সিলেট

ফাইন্ড মাই ডিভাইস

উইন্ডোজ এখন শুধু ডেস্কটপ কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উইন্ডোজ ১০ নভেম্বর আপডেটে সম্পৃক্ত করা হয় সহায়ক কিছু ফিচার, যেমন- 'ফাইন্ড মাই ডিভাইস'। এটি ঠিক তাই করে যা আপনি ভাবেন। এ ফিচারটি এখনও অফার করেনি রিমোট লক অথবা ওয়াইপ ক্যাপাবিলিটিজ।

এ ফিচারটি সক্রিয় করার জন্য মনোনীশন করুন Start → Update & Security → Find My Device-এ এবং ক্লিক করুন Change বাটনে। এরপর যখন প্রম্পট করবে, তখন

এনাবল করুন Save my device's location periodically অপশন। এটি অন হওয়ার পর আপনি মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে লগ করতে পারবেন এবং আপনার উইন্ডোজ ১০-এর সবশেষ জানা লোকেশনের জিনিস দেখার জন্য account.microsoft.com/devices-এ মনোনীশন করুন।

উইন্ডোজ স্টোর অ্যাপস অন্য কোথায় ইনস্টল করা

উইন্ডোজ ১০ নভেম্বর আপডেট হলো মোবাইল এবং ডেস্কটপ ব্যবহারকারীদের জন্য আরেকটি অনেক পুরনো ফিচার। এক্সটারনাল স্টোরেজে উইন্ডোজ স্টোর অ্যাপস ইনস্টল করতে অক্ষম, যেহেতু উইন্ডোজ স্টোরের আবির্ভাব হয় উইন্ডোজ ৮-এ। এটি আপনার ডিভাইসের প্রাইমারি হার্ডড্রাইভে অ্যাপস ইনস্টল করতে বাধ্য করে, যা উইন্ডোজ ট্যাবলেট ব্যবহারকারীদের জন্য অথবা একটি ছোট্ট এসএসডি বুট ড্রাইভ উইন্ডোজ অফ রান করে তাদের জন্য এক যন্ত্রণা।

উইন্ডোজ ১০ নভেম্বর আপডেট ইনস্টল করার পর আপনি এক্সটারনাল স্টোরেজে অথবা সেকেন্ডারি ড্রাইভে অ্যাপস সেভ করতে পারবেন। আপনার পিসিতে থাম ড্রাইভ অথবা এসডি কার্ডকে স্টোরেজে কানেক্ট করার পর Start → Settings → System → Storage-এ মনোনীশন করুন। এবার New apps will save to-এর অন্তর্গত ড্রপডাউন মেনুতে ক্লিক করে আপনার কাজিক্ত এক্সটারনাল ড্রাইভ সিলেক্ট করুন, যা আপনি ব্যবহার করতে চান।

লুৎফুর রহমান
স্টেশন রোড, রাজবাড়ী

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপি সহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০, ৮৫০ ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপসের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে- আসলাম, শফিকুল গণি ও লুৎফুর রহমান।